জ্ঞান ফিরে পাওয়া

রচনাঃ খন্দকার জাহিদ হাসান
আবৃত্তিঃ নাসিমা আখতার

শৈশবে জ্ঞান হতেই দেখিঃ
বড়ো হচ্ছি শিমূল-পলাশে ছাওয়া
এক ব-দ্বীপ ভূ-খন্ডে
সেই সাথে ছোটো হচ্ছি
প্রতি মুহূর্তে নিজদেশে
বিজাতীয় রাজত্বের মাঝে
ভাগীরথীর তীরের মানুষেরা
অশেষ পূণ্যের ভাগী হচ্ছে
নাওয়া-খাওয়া ভুলে
অনেকের-ই অগোচরে আফিমের কল্‌কেতে
ক্রমাগত সঞ্চিত হচ্ছিলো বা-রু-দ!

এক-ই সাথে একদিকে বড়ো হওয়া
আর অন্যদিকে ছোটো হওয়া
কী যে এক দুঃসহ যন্ত্রণা!!
তার-ই মাঝে বজ্রকণ্ঠে হুংকার ছাড়লো
সমস্ত রয়্যাল বেংগল টাইগার
সবগুলো আফিমের কৌটো
এক-ই সাথে বিস্ফোরিত হলো
সারা বাংলার সকল দোয়েল
গেয়ে উঠলো মুক্তির গান
প্রত্যেকটা ঝিলের বুকে
ফুটে উঠলো অসংখ্য শাপলা।

অতঃপর জ্ঞানবৃক্ষের ক্রমান্বয়ে
শাখা-প্রশাখা বিস্তার
প্রতিদিন নতুন নতুন শব্দের সাথে পরিচয়ঃ
রিলিফ সামগ্রী, আদম ব্যবসা, দূর্নীতি দমন
রংগীন টিভি, ভিসিআর, ডিশ অ্যান্টেনা
হাইজ্যাক, বোমাবাজী, এ্যাসিড নিক্ষেপ
চাঁদাবাজী, পারমিটবাজী, গলাবাজী—
প্রতিদিন নতুন নতুন বিষয়ের সাথে আলিংগন

পিতৃহত্যা, নেতৃহত্যা
অভ্যুত্থান পাল্টা অভ্যুত্থান
সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পুনরুত্থান
অতঃপর একটি চেতনার অপমৃত্যু
অতঃপর একটি জাতির আত্মবিস্মরণ।

সব কথা ফুরালেও নটে গাছটি মুড়ায় না
আবার নটে গাছটি মুড়ালেও
সব কথা ফুরায় না!
তাই জ্ঞানবৃদ্ধির সাথে সাথে

জ্ঞান হারাই বার বার
তাই জ্ঞানহ্রাসের সাথে সাথে
জ্ঞান ফিরে পাই আবার।

যা কিছু পাইনি তার-ই জন্য যতো হা-হুতাশ
আর যা কিছু পেয়েছি দলে মুচড়ে
চলে এসেছি স-টা-ন দ্বীপান্তরে
একদা যাহা কালাপানি
এখন উহাই ভূ-স্বর্গ!
একদা যাহা বিশ্বের অতীত
এখন তাহাই প্রথম বিশ্ব!!

শেষ বার জ্ঞান ফেরার পর
নিজেকে আবিষ্কার করলাম
শুয়ে আছি লম্ফমান ক্যাংগারুর দেশে
অনেক অনেক দূরে পত্‌পত্‌ উড়ছে
সবুজ পতাকা বুকে নিয়ে লাল সূর্য
বিষণ্ন সাথীদের একে একে মনে পড়ে গেল
গভীর চিন্তায় ডুবে গেলামঃ
কালাপানির এই নিমন্ত্রণে
কে কে বাকী পড়ে গেছে
আর পরবর্তী ভোজসভায়
কাকে কাকে দাওয়াত করা যায়....

সিডনী, ২২/০৩/২০১০

আবৃত্তি সম্পর্কে সম্পাদকের বয়ান

দীর্ঘদিন বাংলাদেশ রেডিও (ঢাকা এবং রাজশাহী) ঘোষিকা ও সংবাদ পাঠিকা হিসেবে অভিজ্ঞ নাসিমা আখতারকে দিয়ে স্বাধীনতা দিবসের এই কবিতাটি আমাদের বিদগ্ধ পাঠক ও শ্রোতাদের জন্যে আবৃত্তি করিয়ে নিয়েছি। নাসিমা সিডনীর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ঘোষিকা ও উপস্থাপিকা হিসেবে তার কণ্ঠের উৎকর্ষতা বার বার প্রমান করেছেন। ভুল-ভাল উচ্চারণে বাংলা বলা অথবা হ্রেষা-কণ্ঠের অধিকারীনি সিডনীর আর দশজন উপস্থাপিকার মত তিনি নন। নাসিমা তার সুকণ্ঠের জন্যে দেশে ও পরবাসে সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে সর্বদা সমাদৃত ছিলেন। পেশাভিত্তিক ব্যস্ততার ফাঁকেও তিনি সংস্কৃতি-চর্চার জন্যে কিছু সময় একান্তভাবে আগলে রাখেন এবং সুযোগ পেলে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তা নিবেদন করতে চেষ্টা করেন। দীর্ঘ এক দশকে সিডনীতে প্রচুর অনুষ্ঠান ও সেমিনার তিনি পরিচালনা করেছেন। প্রখ্যাত শিল্পী মিতালী মুখার্জী ও ভুপিন্দর, কাদেরী কিবরিয়া, সাবিহা মাহবুব এর সঙ্গিতানুষ্ঠান এবং বঙ্গ-বিখ্যাত সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখার্জীর সাহিত্য সন্ধ্যা সহ বহু অনুষ্ঠানের সঞ্চালক হিসেবে তিনি শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছেন। উপরের এই কবিতাটি আমাদের অনুরোধের চাপে তিনি হুড়োহুড়ি করে আবৃত্তি করেছেন। আবৃত্তি-শিল্পী নাসিমাকে তার এই শ্রমের জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। পাঠক/শ্রোতাদের কাছে ভালো লাগলে নাসিমা আক্তার ও আমাদের শ্রম স্বার্থক হবে বলে আশা করি। কবিতাটি শোনার জন্যে আবৃত্তিকারের ছবিতে টোকা মারুন। ধন্যবাদ

কবি ও লেখক খঃ জাহিদ হাসানের আগের লেখাগুলো পড়ার জন্যে এখানে টোকা মারুন